Edit with WPS Office

বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রাম

দ্বাদশ শ্রেণি নির্বাচনী পরীক্ষার নমুনা প্রশ্নোত্তর পর্ব- ০৪

শিক্ষক: মুহাম্মদ আবদুল মোমেন, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা।

অধ্যায়: বাক্য , প্রকৃতি ও প্রত্যয়,সমাস এবং উপসর্গ।

প্রশ্ন ০১.বাক্য কাকে বলে? একটি সার্থক বাক্যের কয়টি গুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক উদাহরণসহ আলোচনা করো

উত্তরঃ যে পদ সমষ্টি দ্বারা বক্তার কোন মনোভাব প্রকাশ পায় তাকে বাক্য বলে যেমন ছেলেরা মাঠে খেলা করে।

একটি সার্থক বাক্যের তিনটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক। যথা-:

ক. আকাঙ্ক্ষা: বাক্যের অন্তর্গত একটি পদের পর পরবর্তী পদ শোনার যে আগ্রহ তাকেই আকাঙ্ক্ষা বলে। একটি সার্থক বাক্যের আকাঙ্ক্ষা পুরণ করতে হয়। কোন বাক্যে আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থাকলে তা বাক্য হিসেবে সার্থক হয় না। যেমন-' চট্টগ্রাম বাংলাদেশের অন্যতম একটি'... বলে থেমে গেলে বাক্য অসমাপ্ত থেকে যায় এবং পরবর্তী পদ শোনার আগ্রহ রয়ে যায়।

খ. আসত্তি: বাক্যের সুশৃংখল পদবিন্যাসকে আসত্তি বলে। বাক্যস্থিত পদসমূহের বিন্যাস সুশৃংখল বা যথাযথভাবে না হলে তাকে বাক্য বলা যায় না। যেমন- নীল আকাশে পাখি উড়ে। এখানে পদগুলো সাজানো থাকায় বাক্য বোঝা সহজ হয়েছে। তাই আসত্তি বাক্যের অন্যতম একটি গুণ।

গ. যোগ্যতা: বাক্যে ব্যবহৃত পদগুলোর অর্থ ও ভাবগত মিলকে যোগ্যতা বলে। যেমন- বাগানে ফুল ফুটেছে। এই বাক্যটিতে অর্থগত ও ভাবগত মিল রয়েছে। কিন্তু যদি বলা হয়- সাগরে ফুল ফুটেছে। তাহলে বাক্যটি অর্থগত ও ভাবগত কোন সামঞ্জস্য রক্ষা হয় না। ফলে বাক্যটির যোগ্যতা হারায়।

প্রশ্ন ২.বাক্য কাকে বলে? গঠন অনুসারে বাক্য কত প্রকার ও কি কি? উদাহরণ সহ আলোচনা করো।

উত্তরঃ যে পদ সমষ্টি দ্বারা বক্তার পূর্ণ মনোভাব প্রকাশ পায় তাকে বাক্য বলে। যেমন- আমি নিয়মিত প্রাতঃভ্রমণ করি।

Edit with WPS Office

গঠন অনুসারে বাক্য তিন প্রকার। যথা-

ক. সরল বাক্য: যে বাক্যে একটি উদ্দেশ্য এবং একটি বিধেয় থাকে তাকে সরল বাক্য বলে। যেমন- অয়ন স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলে।

খ. জটিল বাক্য: যে বাক্যে একটি প্রধান খন্ড বাক্যের সঙ্গে এক বা একাধিক আশ্রিত বাক্য পরস্পর সাপেক্ষ ভাবে যুক্ত হয় তাকে জটিল বাক্য বলে। যেমন- যদি তুমি কলেজে আসো, তবে আমি সঙ্গে যাবো। এখানে প্রধান খণ্ড বাক্য আমি সঙ্গে যাবো। আশ্রিত বাক্য তুমি কলেজে আসো। যদি,তবে প্রধান খন্ডিত বাক্য এবং আশ্রিত বাক্যকে পরস্পর সাপেক্ষ বা নির্ভরশীল করে বাক্যের পূর্ণ ভাব প্রকাশ করেছে।

গ. যৌগিক বাক্য পরস্পর নিরপেক্ষ একাধিক সরল বা জটিল বাক্যের সমন্বয়ে গঠিত একটি পূর্ণ বাক্যে যৌগিক বাক্য বলে। যেমন- লোকটি মেধাবী কিন্তু তিনি অতিশয় গরিব। উদাহরণ থেকে সহজেই বোঝা যাচ্ছ যৌগিক বাক্যের দুটি স্বাধীন বাক্য যোজক (ও, এবং, অথবা, নতুবা, কিন্তু,অথচ, কিংবা) দ্বারা যুক্ত থাকে।

প্রশ্ন ৩. অর্থগতভাবে বাক্যের প্রকারভেদ আলোচনা করো।

অর্থগতভাবে বাক্য সমূহকে সাধারণত পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

১. বর্ণনামূলক বাক্য যে বাক্যে সাধারণভাবে কোন কিছু বর্ণনা বা বিবৃত করা হয় তাকে বর্ণনামূলক বাক্য বলে। যেমন- পাখি গান করে। আকাশে চাঁদ উঠেছে। বর্ণনামূলক বাক্য দু রকম হয়ে থাকে।

ক. অস্তিবাচক বাক্য: যে বাক্যে কোন ঘটনা বা ভাব বক্তব্য হ্যাঁ সূচক অর্থ প্রকাশ করে তাকে অস্তিবাচক বাক্য বলে। যেমন- তিনি রোজ এখানে আসেন।

খ. নেতিবাচক বাক্য: যে বাক্যে কোন ঘটনা বা ভাব না সূচক অর্থ প্রকাশ করে তাকে নেতিবাচক বাক্য বলে। যেমন- তিনি কোন কথা না বলে থাকলেন।

২.প্রশ্নসূচক বাক্য:যে বাক্য দ্বারা সরাসরি কোনো কিছু জানতে চাওয়া হয় তাকে প্রশ্নসূচক বাক্য বলে। যেমন- তুমি কোথায় ছিলে?

৩.ইচ্ছাসূচক বাক্য: যে বাক্যে মনের ইচ্ছা বা প্রার্থনা প্রকাশ করা হয় তাকে ইচ্ছায় সূচক বাক্য বলে। যেমন-আমরা তার দ্রুত রোগ মুক্তি কামনা করছি।

৪. আজ্ঞা সূচক বাক্য: যে বাক্যে আদেশ-নিষেধ অনুরোধ আবেদন বোঝায় তাকে আজ্ঞা সূচক বাক্য বলে। যেমন- এখনই ঘরে যাও। সদা সত্য কথা বলবে।

Edit with WPS Office

৫. আবেগ সূচক বাক্য: যে বাক্য দ্বারা মনের আবেগ প্রকাশ পায় তাকে আবেগসূচক বাক্য বলে। যেমন- আহা! লোকটির কি সর্বনাশ হয়ে গেল।

প্রশ্ন ৪. বন্ধনী নির্দেশ অনুসারে বাক্য পরিবর্তন করো (যেকোনো পাঁচটি)

i. ফরিয়াদি প্রসন্ন গোয়ালিনী (জটিল) উত্তর: যিনি ফরিয়াদি তিনি প্রসন্ন গোয়ালিনী।

ii. অনুগ্রহ করে এসব খুলে বলুন (যৌগিক) উত্তরঃ অনুগ্রহ করুন এবং সব খুলে বলুন।

iii. মানুষটা সমস্ত রাত খেতে পাবে না (প্রশ্ন বাচক) উত্তর: মানুষটা সমস্ত রাত খেতে পাবে কি?

iv. ধর্ম আমাদের ইসলাম, কিন্তু প্রাণের ধর্ম আমাদের তারুণ্য(সরল)

উত্তর:ধর্ম আমাদের ইসলাম হলেও প্রাণের ধর্ম তারুণ্য।

v. বাড়িটি তারা দখল করেছে (নেতিবাচক) উত্তর: বাড়িতে তারা দখল না করে ছাড়েনি।

vi. এখনই ডাক্তার ডাকা উচিত (অনুজ্ঞাবাচক) উত্তর: এখনই ডাক্তার ডাকো।

vii. আমরা বাধা দিতে পারলাম না (অস্তিবাচক) উত্তর: আমরা বাধা দিতে অপারগ হলাম।

viii. এটি ভারি লজ্জার কথা (বিস্ময় সূচক) উত্তর: কী লজ্জার কথা এটি!

প্রশ্ন:৫. বাক্যের অপপ্রয়োগ ও শুদ্ধ করো। (যেকোনো পাঁচটি)

i. সব পাখিরা নীড়ে ফিরে। শুদ্ধ রূপ: সব পাখি নীড়ে ফিরে।

ii. কাজলের দুই চোখ অশ্রু জলে ভেসে গেল। শুদ্ধ রূপ: কাজলের দুই চোখ অশ্রুতে ভেসে গেল।

iii. আকন্ঠ পর্যন্ত ভোজন স্বাস্থ্যহানিকর। শুদ্ধ রূপ: আকণ্ঠ ভোজন স্বাস্থ্যহানিকর।

iv. বাক্যটির উৎকর্ষতা প্রশংসনীয়। শুদ্ধ রূপ: বাক্যটির উৎকর্ষ প্রশংসনীয়।

v. দৈন্যতা সব সময় প্রশংসনীয় নহে। শুদ্ধ রূপ: দীনতা সব সময় প্রশংসনীয় নহে

vi. পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে হর্ন বাজানো নিষেধ। শুদ্ধ রূপ: পরীক্ষা চলাকালীন হর্ন বাজানো নিষেধ।

Edit with WPS Office

vii. রেহেনা খুব বুদ্ধিমান মেয়ে। শুদ্ধ রূপ: রেহানা খুব বুদ্ধিমতি মেয়ে।

viii. শুধুমাত্র গায়ের জোরে কাজ হয়না। শুদ্ধ রূপ: শুধু গায়ের জোরে কাজ হয়না।

প্রশ্ন:৫. প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় করো।

কার্য, দর্পণ, গৌরব, মোড়ক, মন্ত্রী, জয়, নীলিমা, উক্তি, শৈশব, পান্তা, মুক্তি, পার্থিব, দৈত্য, ধর্ম, মুগ্ধ, কারক, সৈন্য, পানসে, বিদ্যুৎ, নায়ক, উক্ত, উপ্ত, নকল নবিশ, নোনতা, জ্যান্ত, গন্তব্য শীতার্ত বেলে মিথ্যুক ইতরামি সৌন্দর্য ঘরামি তামাটে স্বরবর্ণ শ্রাবণ ঘাতক উৎরাই স্বপ্নীল, স্মরণীয়, কান্না, ভাবুক, তবলচি, বৈদিক, আষাঢ়ে, বার্ষিক,মেঠো, উৎরাই,স্মারক।।

নমুনা উত্তর:(পরীক্ষায় নিচের ছক অনুযায়ী লিখবে)

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয় এর নাম
কার্য	√কৃ+য	কৃৎ প্রত্যয়
দর্পণ	√দৃপ্+অন	কৃৎ প্রত্যয়
গৌরব	গুরু+অ	তদ্ধিত প্রত্যয়
মোড়ক	√মুড়্+অক	কৃৎ প্রত্যয়
মন্ত্রী	মন্ত্র+ইন	তদ্ধিত প্রত্যয়

স্থানের অভাবে প্রদত্ত বাকি শব্দগুলোর প্রকৃতি ও প্রত্যয় ও প্রত্যয় এর নাম পাশাপাশি দেখানো হলো।

জয়- √জি+অ - কৃৎ প্রত্যয়,। নীলিমা- নীল+ইমন - তদ্ধিত প্রত্যয়,

উক্তি -√বচ্+ক্তি -কৃৎ প্রত্যয়, শৈশব- শিশু+অ- তদ্ধিত প্রত্যয়,

পান্তা - পানি+তা- তদ্ধিত প্রত্যয় মুক্তি- √মুচ্+ক্তি- কৃৎ প্রত্যয়,

পার্থিব-পৃথিবী+অ–তদ্ধিত প্রত্যয় দৈত্য- দিতি + য-তদ্ধিত প্রত্যয়,

ধর্ম- √ধৃ+ম-কৃৎ প্রত্যয় মুগ্ধ-√মুহ্ +ত- কৃৎ প্রত্যয়

Edit with WPS Office

কারক-√কৃ+অক- কৃৎ প্রত্যয়, সৈন্য-সেনা+য-তদ্ধিত প্রত্যয়

পানসে-পানি +সা–তদ্ধিত প্রত্যয়, বিদ্যুৎ-বি+√দ্যুৎ+০-কৃৎ প্রত্যয়,

নায়ক- নী+ অক-তদ্ধিত প্রত্যয়, উক্ত- √বচ্+ক্ত-কৃৎ প্রত্যয়,

উপ্ত-√ বপ+ক্ত- কৃৎ প্রত্যয় নকল নবিশ -নকল+ নবিশ-তদ্ধিত প্রত্যয়,

নোনতা- নুন+ তা- তদ্ধিত প্রত্যয়, জ্যান্ত-√জী+অন্ত- কৃৎ প্রত্যয়,

গন্তব্য -√গম+তব্য- তদ্ধিত প্রত্যয় শীতার্ত- শীত+ ঋত- তদ্ধিত প্রত্যয়

বেলে -বালি+ইয়া-তদ্ধিত প্রত্যয় মিথ্যুক -মিথ্যা+উক-তদ্ধিত প্রত্যয়

ইতরামি-ইতর+আমি-তদ্ধিত প্রত্যয় সৌন্দর্য-সুন্দর+ য- তদ্ধিত প্রত্যয়

ঘরামি-ঘর+আমি-তদ্ধিত প্রত্যয় তামাটে-তামা+আটিয়া- তদ্ধিত প্রত্যয়

শ্রবণ-শ্রু+অন- তদ্ধিত প্রত্যয় ঘাতক-√হন+অক- কৃৎ প্রত্যয়

উৎরাই-উত্তর +আই- তদ্ধিত প্রত্যয় স্বপ্নিল-স্বপ্ন+ইল-তদ্ধিত প্রত্যয়

স্মরণীয়-√স্মৃ+অনীয়-কৃৎ প্রত্যয় কান্না-√কাঁদ্+না-কৃৎ প্রত্যয়

ভাবুক-√ভূ+উক-কৃৎ প্রত্যয় তবলচি-তবল+চি-তদ্ধিত প্রত্যয়

বৈদিক-বেদ+ইক-তদ্ধিত প্রত্যয় আষাঢ়ে-আষাঢ়+ইয়া-তদ্ধিত প্রত্যয়

বর্ধন-√বৃদ্+ অন-কৃৎ প্রত্যয় স্মারক-√স্মৃ+অক-কৃৎ প্রত্যয়

প্র:৬.ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় করো- (পরীক্ষায় লেখার নিয়মে নমুনা প্রশ্নোত্তর)

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
প্রাণভয়	প্রাণ যাওয়ার ভয়	মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস
ক্ষীণজীবী	ক্ষীণভাবে জীবন ধারণ করে যে	উপপদ তৎপুরুষ সমাস

Edit with WPS Office

মুখ ভ্রষ্ট	মুখ থেকে ভ্রষ্ট	পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস
অনসূয়া	নেই অসূয়া (ঈর্ষা) যার	বহুব্রীহি সমাস
মোহনিদ্রা	মোহ রূপ নিদ্রা	রূপক কর্মধারয়
সপ্তর্ষি	সপ্ত ঋষির সমাহার	দ্বিগু সমাস
আপাদমস্তক	পা থেকে মাথা পর্যন্ত	অব্যয়ীভাব সমাস
রূপান্তর	অন্যরূপ	নিত্য সমাস
প্রশান্তি	প্রকৃষ্ট শান্তি	প্রাদি সমাস

প্রশ্ন ০৭. "উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই, কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে।" আলোচনা করো।

উত্তর: বাংলা ভাষায় এমন কতগুলো অব্যয়সূচক শব্দ রয়েছে, যেগুলো স্বাধীন পদ হিসেবে বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে না। এগুলো অন্য শব্দের আগে বসে। এর প্রভাবে নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি হয় এবং শব্দের অর্থের পূর্ণতার সাধিত হয়, কিংবা শব্দের অর্থের সম্প্রসারণ অথবা সংকোচন ঘটে। ভাষায় ব্যবহৃত এসব শব্দাংশের নাম উপসর্গ।

আমরা দেখি উপসর্গ যখন স্বাধীনভাবে থাকে তখন তার কোন অর্থ থাকে না। এটি যখন শব্দের পূর্বে বসে তখন ঐ শব্দের ভিন্ন অর্থ দ্যোতনা অর্থাৎ ইঙ্গিত বা প্রকাশ করে প্রকাশ। উপসর্গের এই গুণটিই অর্থদ্যোতকতা গুণ বলে। যেমন-আ,প্র,বি এই উপসর্গগুলোর নিজস্ব কোন অর্থ নেই কিন্তু যখন শব্দের পূর্বে ব্যবহার করব তখন অন্য শব্দের আগে বসে উপসর্গ অর্থদ্যোতক হয়ে ওঠে।

যেমন- হার শব্দের অর্থ পরিমাণ কিন্তু তার পূর্বে আ উপসর্গ বসলে হচ্ছে আহার। যার অর্থ প্রকাশ করছে খাওয়া। এখানে হার পরিমাণ থেকে খাওয়া অর্থে প্রকাশ করতে আ উপসর্গের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে।

একইভাবে হার শব্দটির পূর্বে প্র উপসর্গ বসালে শব্দে রূপান্তর ঘটে হয় প্রহার। যার অর্থ নির্যাতন বা মারধোর। হার শব্দের পূর্বে বি উপসর্গ দিয়ে তৈরি হয় নতুন শব্দ বিহার। যার অর্থ হলো ভ্রমণ।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাই যে উপসর্গগুলো স্বাধীনভাবে কোন অর্থ প্রকাশ করতে পারে না, কিন্তু শব্দের পূর্বে যুক্ত হয়ে অন্য অর্থ দ্যোতনা করতে পারে। সুতরাং এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই, কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে।

Edit with WPS Office